শিক্ষকের আলোচ্য | বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ ও সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দীর্ঘ সময়কালকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। যথা:

ক. প্রাচীন যুগ ৬৫০ খ্রি:- ১২০০ খ্রি: (ড. মুহাম্মদ শহীদল্লাহ এর মতে) ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রি: (ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে) ।

খ. মধ্যযুগ ১২০১ খ্রি:- ১৮০০ খ্রি: ।

গ. আধুনিক যুগ ১৮০১ খ্রি:- আধুনিক কাল পর্যন্ত ।

এছাড়া বাংলা ভাষায় পন্ডিতেরা আরও দুটি যুগ চিহ্নিত করেছেন-

(i) অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০) ১৫০ বছর ।

(ii) যুগ সন্ধিক্ষণ (১৭৬০-১৮৬০) ১০০ বছর ।

শিক্ষার্থির করণীয় | সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ

	গ্রন্থ	রচয়িতা
০১.	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	গোপাল হালদার
০২.	বাংলা সাহিত্যের কথা	মুহম্মদ শহীদুলস্নাহ্
০৩.	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত	ওয়াকিল আহমদ
০৪.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	সুকুমার সেন
০৫.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	কাজী দীন মোহাম্মদ
০৬.	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
০৭.	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

শিক্ষকের আলোচ্য | বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ - চর্যাপদ

চর্যাপদ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

চর্যাপদ	বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ।
প্রতিপাদ্য বিষয়	বৌদ্ধ সহজিয়াপন্থীদের সাধনপ্রণালী ও দর্শনতত্ত্ব ।
রচনাকাল	৬৫০/৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ।
আবিষ্কার ও প্রকাশ	১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে আবিষ্কার করেন । ১৯১৬ সালে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে চর্যাপদ প্রকাশিত হয় ।

নামকরণ	▣ নেপালে প্রাপ্ত পুথিতে পদগুলোর নাম দেয়া হয়েছে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' । ▣ টীকাকার মুনিদত্তের মতানুসারে এ পদ সংগ্রহের নাম 'আশ্চর্যচর্যাচয়' । ▣ ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই দুই নাম মিলিয়ে 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' করার পরিকল্পনা করেছিলেন । ▣ আধুনিক পি-তগণের মতে এর নাম 'চর্যাগীতিকোষ' । ▣ আবিষ্কারক ও সম্পাদক পরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর নামকরণ করেন "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" ।
ভাষা	▣ চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা । ▣ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে বলেছেন – "বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি-অবহটঠের সদ্যোনির্মোক মুক্ত রূপ" । ▣ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার ভাষাকে প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপী ভাষা বলাই সঙ্গত মনে করেন । ▣ আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে "আলো-আধাঁরির ভাষা" বলেছেন । ▣ অনেকে এ ভাষাকে 'সান্ধ্যভাষা' বা 'সন্ধ্যাভাষা'ও বলেন । ▣ ম্যাকসমুলারের মতে, "চর্যাপদের ভাষা হলো প্রচ্ছন্ন ভাষা ।"
ছন্দ	▣ গোপাল হালদারের মতে, চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা । ▣ এতে পয়ারের মত অন্ত্য অনুপ্রাস বা মিল আছে ।
চর্যাপদের গবেষকগণ	▣ ১৯২০ সালে প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার । ▣ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে তার Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশ করেন । ▣ ১৯২৭ সালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে তার গবেষণা গ্রন্থ 'বুদ্ধিস্ট মিস্টিক সঙ্স' । ▣ ১৯৪৬ সালে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন ।
পদসংখ্যা	▣ ৫১ টি । প্রাপ্ত পদসংখ্যা-৪৬$^{১}/_{২}$ টি । ▣ অপ্রাপ্ত পদসমূহ : ১১, ২৩ (এই পদের ছয় লাইন পাওয়া গেছে), ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদ ।
পদকর্তাগণের সংখ্যা	২৩ (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : 'বুড্ডিস্ট মিস্টিক সঙ্স') /২৪ জন (সুকুমার সেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস') ।
পদকর্তাগণ	১. আর্যদেব, ২. কঙ্কণ পা, ৩. কম্বলাম্বর পা, ৪. কাহ্ন পা, ৫. কুক্কুরী পা, ৬. গু-রী পা, ৭. চাটিল পা, ৮. জঅনান্দ পা, ৯. ডোম্বী পা, ১০. ঢেণ্ঢণ পা, ১১. তন্ত্রী পা, ১২. তাড়ক পা, ১৩. দারিক পা, ১৪. ধাম পা, ১৫. বিরূপ পা, ১৬. বীণা পা, ১৭. ভাদ্র পা, ১৮. ভুসুকু পা, ১৯. মহীধর পা, ২০. লুই পা, ২১. লাড়ীডোম্বী পা, ২২. শবর পা, ২৩. শান্তি পা, ২৪. সরহ পা ।
পদকর্তা পরিচিতি	▣ চর্যাপদের আদি কবি/আদি সিদ্ধাচার্য : লুই পা । ▣ চর্যাপদের প্রাচীনতম কবি/আদি সিদ্ধাচার্য : শবর পা (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে) । ▣ চর্যাপদের প্রথম পদটির রচয়িতা : লুই পা । ▣ চর্যাপদের অনুমিত মহিলা কবি : কুক্কুরী পা । ▣ চর্যাপদের বাঙালি কবি : শবর পা । শবর পা ছিলেন ব্যাধ (কারও কারও মতে ভুসুকু পা) । ▣ চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন : কাহ্ন পা (১৩টি) । ▣ চর্যাপদে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ রচনা করেন : ভুসুকু পা (৮টি) । ▣ চর্যার আধুনিক কবি : সরহ পা (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে ভুসুকু পা) ।
পদের লাইন সংখ্যা	১০টি; তবে ২১নং পদে লাইন সংখ্যা ৮টি ও ৪৩নং পদে লাইন সংখ্যা ১২টি ।
প্রবাদবাক্য	৬টি ।
টীকাকার	মুনিদত্ত । তিনি সংস্কৃত ভাষায় এ টীকা রচনা করেন । তাঁর বইয়ে দশম ও দ্বাদশের মাঝখানের পদের টীকা পাওয়া যায়নি ।
চর্যাপদের সহোদর ভাষা	অসমিয়া ও উড়িয়া ।
চর্যাপদের সময়কাল	পাল শাসন আমল ।

শিক্ষকের আলোচ্য | বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ - অন্ধকার যুগ

অন্ধকার যুগ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

পরিচয়	▣ এই সময়ের ব্যাপ্তী ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত । ▣ তুর্কি শাসকদের সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয় । ▣ এই সময়ের তেমন কোন সাহিত্য কর্ম না পাওয়া যাওয়ায় একে অনেকেই **'অন্ধকার যুগ'** বলেন । ▣ তবে এই সময়ে অশুদ্ধ বাংলায় ভুল সংস্কৃতের মিশ্রণে এই সময়ে কিছু সাহিত্য রচিত হয় ।
শূন্যপুরাণ	▣ অন্ধকার যুগের নিদর্শন । ▣ রচয়িতা রামাই পি-ত । ▣ এটি ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ । ▣ এটি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য । ▣ এই কাব্যের একটি অংশ বিশেষ 'নিরঞ্জনের উষ্মা' ।
সেক শভোদয়া	▣ এই কাব্যের রচয়িতা রাজা লক্ষণসেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্র । ▣ এটিও একটি চম্পুকাব্য ।

শিক্ষকের আলোচ্য | বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

▣ তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে । কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে । তবে এই বানানরীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসৃত হবে । তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

▣ তবে যে সব তৎসম শব্দেই ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে । যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা ।

▣ রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না । যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য ।

▣ ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে । যেমন : অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃতয়ংগম সংঘটন । বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে । ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে । যেমন : আকাঙ্ক্ষা ।

অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানের নিয়ম

ই, ঈ ও উ, ঊ ব্যবহারের নিয়ম

▣ সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে । এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । যেমন : গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাষ্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ ।

▣ অনুরূপভাবে-আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে । যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি । তবে নাম-বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় চলতে পারে ।

▣ সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে । যেমন : কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আর বলব? কী
জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল । কী আনন্দ! কী দুরাশা! অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার

দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

- পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

ক্ষ সংক্রান্ত নিয়ম

- ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর, ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে, ইত্যাদি লেখা হবে।

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন সংক্রান্ত নিয়ম

- তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া তদ্‌ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ, ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।
- তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে ণ হয়, যেমন : কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচ-, কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঢ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে।

শ, ষ, স সংক্রান্ত নিয়ম

- তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।
- বিদেশি মূল শব্দে শ, ষ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপোস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, নাশকতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে।
- তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশি শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।
- কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।
- আরবি-ফারসি শব্দে 'সে' ث, 'সিন' س, 'সোয়াদ' ص বর্ণগুলির প্রতিবর্ণ-রূপে স, এবং 'শিন্' ش-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশ্‌ত।
- এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন : মিছিল, মিছরি, তছনছ।
- ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপে, যেমন : কোএস্‌চ্‌ন্ হতে পারে।

জ, য সংক্রান্ত নিয়ম

- বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।
- কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'যে' ز, 'যাল' ذ, 'যোয়াদ' ض, 'যোই' ظ রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সে-ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন : আযান, এযিন, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্‌যিন, যোহর, রমাযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ 'জ' দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

এ, অ্যা সংক্রান্ত নিয়ম

- বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

- বিদেশি শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড, নেট, বেড, শেড।
- বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যা-, অ্যাবসার্ড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিবিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

ও-কার সংক্রান্ত নিয়ম

- ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার হবে না। যেমন : বলল, আছ, কর।

ং, ঙ- সংক্রান্ত নিয়ম

- তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দু'টি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানেতাই করা হয়েছে।

রেফ (র্) ও দ্বিত্ব

- তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

বিসর্গ-এর ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম

- শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমল, প্রায়শ। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দশেষের বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : পুনঃপুনঃ।
- পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন : দুস্থ, নিস্পৃহ।

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

- আনো প্রত্যয়ান্তে শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন : করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ সংক্রান্ত নিয়ম

- বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্ক্স, শেক্সপিয়ার, ইস্রাফিল।

হসচিহ্নের ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যবহার

- হসচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ।
- যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কর্, ধর্, মর্, বল্।

উর্ধ্বকমার ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যবহার

- ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বানান

মূর্ধন্য, মুহুর্মুহু, সোনালি, দরিদ্রতা, কিংকর্তব্যবিমুঢ়, দীনতা, শকট, দুরন্ত, সান্ত্বনা, সমীচীন, কৌতূহল, ন্যূনতম, চক্ষুষ্মান, অদ্যাপি, তিতিক্ষা, দুর্ঘটনা,

সহপাঠিনী, অতিথি, মুহূর্ত, সরস্বতী, বাল্মীকি, মনোহারিনী, সমভিব্যাহারে, দধীচি, নির্মীলিত, ঐন্দ্রজালিক, আনুষঙ্গিক, মরীচিকা, অন্বেষণ, নিরীহ, নিশীথ, নিরীক্ষণ, উন্মীলন, প্রণয়িনী, নির্নিমেষ, সরীসৃপ, ক্ষীণজীবী, পঙ্কিল, সদ্যোজাত, কৃষিজীবী, অমাবস্যা, ষান্মাসিক, দূষণীয়, সংশপ্তক, একান্নবর্তী, আভ্যন্তর, দায়িত্ব, আলস্য, সৌজন্য, উৎকর্ষ, পিপীলিকা, জ্যোৎস্না, জ্যোতিষ্ক, দারিদ্র্য, অকালপক্ক, শ্বশুর, ব্যুৎপত্তি, জ্বালাময়ী, শাশুড়ি, ব্যথা, জাজ্বল্যমান, শিরশ্ছেদ, সান্ত্বনা, অভ্যন্তরীণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, আকাঙ্ক্ষা, পল্বল, সামর্থ্য, আপাদমস্তক, প্রত্যুৎপন্নমতি, আদ্যক্ষর, স্বায়ত্তশাসন, ভদ্রোচিত, ব্যাধি, স্বায়ত্ত, মনোমুগ্ধকর, অগ্ন্যুৎপাত, কাঙ্ক্ষিত, সৌজন্য, উপর্যুক্ত, জ্যৈষ্ঠ, স্বাতন্ত্র্য, ধস, প্রোজ্জ্বল উজ্জ্বল, ঘূর্ণায়মান, ন্যূনাধিক, অত্যধিক, শাশ্বত, প্রোজ্জ্বলিত, ভাগীরথী, বিভীষিকা, হরীতকী, নির্নিমেষ, প্রতিযোগী, জ্যেষ্ঠ, অধিকারিনী, কিরীটিনী, সলিল সমাধি, ব্যতীত, ব্যাকুল, ভূম্যধিকারী, প্রত্যূষ, জলোচ্ছ্বাস, আদ্যোপান্ত, আদ্যন্ত, ব্যতিক্রম, মৃত্যুত্তীর্ণ, শুদ্ধ্যশুদ্ধি, অধোগতি, নিরহংকার, স্বতঃস্ফুর্ত, যশোলাভ, জ্যোতির্ময়, কুজ্ঝটিকা, মনঃকষ্ট, ইতোমধ্য, মনোমুগ্ধকর, মনঃক্ষুণ্ন, বৃহদর্থ, উদ্গীরণ, উচ্ছৃঙ্খল, প্রতীতি, কনীনিকা, অতীন্দ্রিয়, সাক্ষ্যদান, ছান্দসিক, শাশ্বত, সন্ন্যাসী, বৈশিষ্ট্য, বৈদগ্ধ্য, পরিপক্ক ইত্যাদি ।

শিক্ষকের আলোচ্য

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

ণত্ব বিধান সংক্রান্ত আলোচনা

ণ-ব্যবহারের নিয়ম

- ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে, সবসময় মূর্ধন্য-ণ হয় । যেমন– ঘণ্টা, লণ্ঠন ।
- ঋ, র, ষ-এর পরে মূর্ধন্য-ণ হয় । যেমন– ঋণ, বর্ণ, ভীষণ ।
- ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য/ য়/ হ/ ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় । যেমন– কৃপণ (ঋ-কারের পরে প্, তার পরে ণ) ।
- কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয় । যেমন– বাণিজ্য, লবণ ।

সতর্কতা

- সমাসবদ্ধ শব্দে ণত্ব বিধান খাটে না । যেমন– ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, অগ্রনায়ক ।
- ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না । যেমন– অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন ।
- ক্রিয়াপদে সর্বদাই 'ন' হয় । যেমন: করেন, করুন, ধরুন, ধরেন, মারেন ইত্যাদি ।
- খাঁটি বাংলা শব্দে ও অতৎসম শব্দে (অর্থাৎ তদ্ভব শব্দে) সর্বদা দন্ত্য-ন হবে । [বাংলা ভাষার শব্দভা-ারে মূল সংস্কৃত শব্দের যে রূপটি বাংলায় সরাসরি না এসে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে ঢুকেছে, তাকে বলা হয় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ্ঞ শব্দ । সংস্কৃত 'চন্দ্র' শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে চন্দ এবং বাংলায় হয়েছে চাঁদ । চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ । এ ধরনের শব্দের মূল সংস্কৃত বানানে মূর্ধন্য-ণ বহাল থাকবে, কিন্তু তদ্ভব শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর স্থলে দন্ত্য-ন হবে ।]

সংস্কৃত (তৎসম)	পরিবর্তিত (তদ্ভব/অর্ধতৎসম)	তৎসম	তদ্ভব/অর্ধতৎসম	তৎসম	তদ্ভব/অর্ধতৎসম
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান	কঙ্কণ	কাঁকন	ব্রাহ্মণ	বামুন
কর্ণ	কান	কৃষাণ	কিষান	লবণ	নুন
ক্ষণিক	খানিক	ঘৃণা	ঘেন্না	যন্ত্রণা	যাতনা
তৎক্ষণ	তখন	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন	শ্রবণ	শোনা
প্রাণ	পরান	বর্ষণ	বরিষন		

ষত্ব বিধান সংক্রান্ত আলোচনা

ষ-ব্যবহারের নিয়ম

- ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে মূর্ধন্য-ষ হয় । যেমন– কষ্ট, স্পষ্ট ।
- ঋ ও র-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয় । যেমন– ঋষি, কৃষক, বর্ষা ।
- ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হয় । যেমন– প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ ।
- কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয় । যেমন– আষাঢ়, ঊষা ।

সতর্কতা

- আরবি, ফারসি, ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না । যেমন– **আরবি :** নকশা, মুশকিল, **ইংরেজি :** কমিশন, ব্রিটিশ, **ফারসি :** খুশি, খোশ, চশমা, আসর, খানসামা, রসিদ ।
- সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও মূর্ধন্য-ষ হয় না । যেমন– অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ ।

শিক্ষার্থীর করণীয় | ণত্ব ও ষত্ব বিধান বিষয়ক উদাহরণ

ণ-ত্ব বিধান -এর উদাহরণ

অরণ্য, উদাহরণ, চারণ, ধারণ, প্রেরণা, রণ, অরুণ, করণ, জাগরণ, ধারণা, বরণ, শরণ, অলংকরণ, করুণ, জারণ, নিবারণ, আচরণ, করণীয়, তরুণী, বরুণ, সংস্করণ, আবরণ, কারণ, তোরণ, পূরণ, বিতরণ, সাধারণ, পুরাণ, সন্তরণ, আহরণ, কিরণ, ত্বরণ, প্রচারণা, ভরণ, স্মরণ, উচ্চারণ, ক্ষরণ, দারুণ, ব্যাকরণ, সারণি, হরিণ, মরণ, প্রেরণ, ধরণি/ ণী, চরণ, উত্তরণ, আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ, পূর্ণিমা, বিদীর্ণ, উদ্‌গীর্ণ, ঘূর্ণি, নির্ণয়, বর্ণ, বিস্তীর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, পূর্ণ, বিকীর্ণ, স্বর্ণ, আমন্ত্রণ, দ্রোণ, প্রণয়, প্রণীত, ব্রণ, যন্ত্রণা, ঘ্রাণ, নিমন্ত্রণ, প্রণতি, প্রণেতা, ভ্রূণ, স্ত্রৈণ, চিত্রণ, নিয়ন্ত্রণ, প্রণাম, প্রাণ, মিশ্রণ, শ্রেণি/ ণী, ত্রাণ, পরিত্রাণ, প্রণালী, প্রাণী, মুদ্রণ, ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ, মৃণাল, অন্বেষণ, ঘর্ষণ, পাষাণ, বিকর্ষণ, বিষাণ, শোষণ, আকর্ষণ, ঘোষণা, পেষণ, বিভীষণ, বিষ্ণু, ষ-, কর্ষণ, তোষণ, পোষণ, বিশেষণ, ভাষণ, ষাণ্মাসিক, কৃষাণ, দূষণ, প্রেষণ, বিশ্লেষণ, ভীষণ, গবেষণা, নিষ্পেষণ, বর্ষণ, বিষণ্ন, ভূষণ, ক্ষণ, তীক্ষ্ণ, নিরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, ভক্ষণ, লক্ষণ, ক্ষুণ্ন, দক্ষিণ, পরীক্ষণ, প্রেক্ষণ, মোক্ষণ, শিক্ষণ, ক্ষণিক, দক্ষিণা, পর্যবেক্ষণ, বিচক্ষণ, রক্ষণ, সমীক্ষণ, ক্ষীণ, দূরবীক্ষণ, প্রদক্ষিণ, বীক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, অর্পণ, উপক্রমণিকা, তর্পণ, পরিহরণ, রক্ষিণী, শ্রাবণ, অকর্মণ্য, কৃপণ, দর্পণ, পূর্বাহ্ণ, রঙ্গিণী, সন্তর্পণ, আক্রমণ, ক্ষেপণাস্ত্র, দ্রবণ, প্রাঙ্গণ, রমণী, সমর্পণ, অগ্রহায়ণ, গৃহিণী, দ্রাবণ, বর্ষণ, রুগ্‌ণ, সর্বাঙ্গীণ, আরোহণ, গ্রহণ, নিরূপণ, ব্রাহ্মণ, রোপণ, অপরাহ্ণ, গ্রামীণ, নিষ্ক্রমণ, ভ্রমণ, লক্ষ্মণ, উৎক্ষেপণ, চর্বণ, পার্বণ, ভ্রাম্যমাণ, শ্রবণ, কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট, নিষ্কণ্টক, বণ্টন, বণ্টিত, ঘণ্ট, ঘণ্টিকা, অকুণ্ঠ, আকণ্ঠ, উপকণ্ঠ, কণ্ঠহার, কুণ্ঠিত, ময়ূরকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, অকুণ্ঠিত, উৎকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠা, গুণ্ঠন, লণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, উৎকণ্ঠা, কণ্ঠনালি, কণ্ঠাস্থি, নীলকণ্ঠ, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠিতা, উৎকণ্ঠিত, কণ্ঠস্থ, কুণ্ঠা, ভূলুণ্ঠিত, সুকণ্ঠ, অকালকুষ্মা-, খ-, চ-, দোর্দ-প্রতাপ, পি-, ভূম-ল, মেরুদ-, অখ-, খ-ন, চ-মূর্তি, ন্যায়দ-, পি-, ম-, রাজদ-, অখ-নীয়, খ-বিখ-, চ-াল, প-, পু্ন, ম-ন, লঙ্কাকা-, অগ্নিকা-, খ-ানো, চ-ী, প-শ্রম, প্রকা-, ম-প, ল-ভ-, অগ্নিকু-, খ-িত, ঠা-া, প-িত, প্রচ-, ম-ল, অ-, খা-ার, ডা-া, পরিম-ল, প্রাণদ-, ম-লী, ষ-, উল্কাপি-, গ-, তা-ব, পাওনাগ-া, বাগ্‌বিত-া, ম-া, ষ-া, কা-, গ-গ্রাম, তুলাদ-, পা-ব, বায়ুম-ল, ম-িত, হিমম-ল, কা-জ্ঞান, গ-মূর্খ, দ-, পা-া, বিত-া, মানদ-, কা-ারী, গ-া, দ-নীয়, পা-িত্য, বেত্রদ-, মুখম-ল, কু-, গ-ার, দ-মু-, পা-ুর, ভ-, মু-, কু-লী, গ-ি, দ-ায়মান, পা-ুলিপি, ভ-ামি, মু-ন, কূপম-ুক, গ-ূষ, দিঙ্‌ম-ল, পাষ-, ভূখ-, মু-পাত, পরিণত, পরিণাম, প্রণয়, প্রণিধান, প্রণোদিত, প্রবীণ, নির্ণয়, পরিণতি, প্রণত, প্রণয়ন, প্রণিপাত, প্রবণ, প্রমাণ, নির্ণায়ক, পরিণয়, , প্রণাম, প্রণীত, প্রবাহিণী, প্রয়াণ, নির্ণীত, উত্তর + অয়ন = উত্তরায়ণ, পর + অয়ন = পরায়ণ, পার + অয়ন = পারায়ণ, রবীন্দ্র + অয়ন = রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ, অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অণু, কল্যাণ, কণা, নিক্বণ, ফণা, চিক্কণ, কণিকা, গণিকা, কাণ, উৎকুণ, কণা, মণি, কঙ্কণ, বাণ, শাণ, কল্যাণ, পিণাক, কফোণি, লাবণ্য, ফণী, বণিক, নিপুণ, পাণি, চাণক্য, পণ, মাণিক্য, গণ, বীণা, বেণু, বেণী, বাণী, গুণ, তূণ, ঘুণ, অণু, মৎকুণ, বাণিজ্য, কিণ, কোণ, পুণ্য, গৌণ, লবণ, পণ্য, ভণিতা, শোণিত, শোণ, স্থাণু, শণ, ভাণ, আপণ, বিপণি, গ্রিন (গ্রিণ নয়), আলবেরুনি (আলবেরুণি নয়), ব্রেইন (ব্রেইণ নয়), ড্রেইন (ড্রেইণ নয়), ইস্টার্ন (ইস্টার্ণ নয়), আয়রন, ইরান, কার্নিশ, কুর্নিশ, কেরানি, কোরান, ক্লোরিন, জার্মান, ট্রেনিং, ফার্নিচার, বার্নার, বার্নিশ, মেরুন, রানার, শিরনি, সাইরেন, হর্ন, স্যাকারিন, হ্যারিকেন, হারমোনিয়াম, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিবার, নিরন্ন, নীরন্ধ্র, প্রনষ্ট, সর্বনাম, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিমিত্ত, নির্গমন, পরনিন্দা, বহির্গমন, হরিনাম, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নিরিক্ষ্য, নির্নিমেষ, পরান্ন, রূপবান, ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুর্নাম, দুর্নীতি, নিষ্পন্ন, পুরুষানুক্রমে, শ্রীমান্ ।

ষ-ত্ব বিধান -এর উদাহরণ

ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, দৃষ্টি, সৃষ্টি, আকর্ষণ, পার্ষদ, বর্ষীয়, বিকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, শীর্ষক, ঈর্ষা, বর্ষ, বর্ষীয়ান, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ, উৎকর্ষ, বর্ষণ, বার্ষিক, মহর্ষি, শতবার্ষিক, সপ্তর্ষি, পর্ষদ, বর্ষী, বার্ষিকী, মহাকর্ষ, শীর্ষ, হর্ষ, অধিষদ, অভিষেক, পরিষদ, পরিষ্কার, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান, বিষণ্ন, বিষম, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ, অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান, সুষম । সিচ্- নিষেক, নিষিক্ত; সদ্- বিষাদ, বিষণ্ন; সিধ্- প্রতিষেধ, নিষেধ, নিষিদ্ধ, ভবিষ্যৎ , চিকীর্ষা, চিকীর্ষূ, চক্ষুষ্মান, মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, কল্যাণীয়েষু, ইষণ, ঈষ, উষ্ণ, ঊষর, এষণ, ঐষিক, ওষধি, ঔষধ, ইষু, ঈষৎ, সুষম, ঊষা, এষা, বৈষ্ণব, ওষুধ, পৌষ, বিষয়, ভীষণ, তুষার, ভূষণ, দ্বেষ, বৈষয়িক, পোষণ, কৌষের, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মঞ্জুষা, দূষণ, বিশেষ, কোষাধ্যক্ষ, কল্যাণীয়েষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পাদেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, অনিষ্ট, অদৃষ্ট, অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনির্দিষ্ট, অন্তর্দৃষ্টি, অন্ত্যেষ্টি, অপচেষ্টা, অপুষ্টি, অবশিষ্ট, অষ্ট, আকৃষ্ট, আড়ষ্ট, আদিষ্ট, আবিষ্ট, ইষ্ট, উপবিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উষ্ট্র, কষ্ট, কৃষ্টি, চেষ্টা, তুষ্ট, দুষ্ট, দৃষ্টি, দৃষ্টান্ত, দ্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, নষ্ট, নির্দিষ্ট, নিকৃষ্ট, নিবিষ্ট, পরিশিষ্ট, পিষ্ট, প্রবিষ্ট, পুষ্টি, প্রকৃষ্ট, প্রচেষ্টা, বিনষ্ট, বিশিষ্ট, বৃষ্টি, বেষ্টন, বেষ্টিত, বৈশিষ্ট্য, ভ্রষ্ট, মিষ্ট, যথেষ্ট, রুষ্ট, রাষ্ট্র, সর্বোৎকৃষ্ট, সৃষ্টি, সৃষ্ট, স্পষ্ট, স্পৃষ্ট, স্রষ্টা, হৃষ্টপুষ্ট, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, অতিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, ওষ্ঠ, কনিষ্ঠ, কাষ্ঠ, কোষ্ঠী, গরিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, পৃষ্ঠ, প্রকোষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান, বলিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির, যূপকাষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী, সৌষ্ঠব, সুষ্ঠু, ভাষা, ষট্, আষাঢ়, ষ-, কষিত, পাষাণ, ইষু, পাষ-, কষা, কাষ্ঠ, কষ্ট, আভাষ, বাষ্প, মূষিক, অষ্ট, পৌষ, পুষ্প, শষ্প, ভাষ্য ।

শিক্ষকের করণীয়

বিভক্তি

বিভক্তি বিষয়ক আলোচনা

- বাক্যের একটি শব্দের সঙ্গে আরেকটি শব্দের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শব্দগুলোর সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত করতে হয় । এই শব্দাংশগুলোকে বলা হয় বিভক্তি । উদাহরণ- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন ।
- শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তখন সেগুলোকে বলা হয় পদ । বাক্যে বিভক্তি ছাড়া কোন পদ থাকে না বলে ধরা হয় । তাই কোন শব্দে কোন বিভক্তি যোগ করার প্রয়োজন না হলেও ধরে নেয়া হয় তার সঙ্গে একটি বিভক্তি যুক্ত হয়েছে । এবং এই বিভক্তিটিকে বলা হয় শূণ্য বিভক্তি । উপরের বাক্যটিতে 'মা' ও 'চাঁদ' শব্দ দুটির সঙ্গে কোন বিভক্তি যোগ করার প্রয়োজন হয়নি । তাই ধরে নিতে হবে এই শব্দদুটির সঙ্গে শূণ্য বিভক্তি যোগ হয়ে এগুলো বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এই দুটিও এখন পদ ।
- মৌলিক বাংলা শব্দ বিভক্তিগুলো হলো- শূণ্য বিভক্তি (০), এ, য়, তে, কে, রে, র(এর) । তবে এছাড়াও কিছু কিছু অব্যয় শব্দ কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় । এগুলো হলো- দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হতে, থেকে, চেয়ে, ইত্যাদি ।

বিভক্তির প্রকারভেদ

বাংলা শব্দ বিভক্তি ৭ প্রকার

বিভক্তির নাম	বিভক্তি
প্রথমা বা শূণ্য বিভক্তি	০, অ
দ্বিতীয়া বিভক্তি	কে, রে
তৃতীয়া বিভক্তি	দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক
চতুর্থী বিভক্তি	কে, রে*
পঞ্চমী বিভক্তি	হইতে (হতে), থেকে, চেয়ে
ষষ্ঠী বিভক্তি	র, এর
সপ্তমী বিভক্তি	এ, য়, তে

- চতুর্থী বিভক্তি শুধুমাত্র সম্প্রদান কারকে যুক্ত হয় ।
- বচনভেদে বিভক্তির আকৃতি পরিবর্তিত হয় । তবে কোন বিভক্তি চিহ্নিত করার জন্য উপরের বিভক্তির তালিকাটি মনে রাখলেই চলবে ।

বিভক্তির নাম লেখার সময় কখনো সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা যাবে না । অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্তিকে

শিক্ষকের করণীয়

কারক

কারক বিষয়ক আলোচনা

- কারক শব্দের আক্ষরিক অর্থ যা ক্রিয়া সম্পাদন করে । বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ককে কারক বলে ।
  অর্থাৎ, বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক, তাকে কারক বলে ।

কারকের প্রকারভেদ উদাহরণ

বাংলা কারক ৬ প্রকার (ছক আকারে দেখানো হলো):

১. কর্তৃ কারক	৪. সম্প্রদান কারক
২. কর্ম কারক	৫. অপাদান কারক
৩. করণ কারক	৬. অধিকরণ কারক

ক্রিয়াকে প্রশ্ন	যে কারক হয়
কে, কারা?	কর্তৃকারক

কী, কাকে?	কর্মকারক
কী দিয়ে?	করণকারক
কাকে দান করা হল?	সম্প্রদান কারক
কি হতে বের হল?	অপাদান কারক
কোথায়, কখন, কী বিষয়ে?	অধিকরণ কারক

কর্তৃকারক

- বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক বলে। ক্রিয়াকে- কে/ কারা দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্তৃকারক। (কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের বাক্যে এই নিয়ম খাটবে না। সেক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।)
- উদাহরণ: গরু ঘাস খায়। (কে খায়) : কর্তৃকারকে শূণ্য বিভক্তি

কর্মকারক

- যাকে অবলম্বন করে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে ক্রিয়ার কর্ম বা কর্মকারক বলে।ক্রিয়াকে 'কী/ কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্মকারক।
- বাক্যে দুইটি কর্ম থাকলে বস্তুবাচক কর্মটিকে প্রধান বা মুখ্য কর্ম ও ব্যক্তিবাচক কর্মটিকে গৌণ কর্ম বলে। তবে দুইটি একই ধরনের কর্ম থাকলে প্রথম কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম ও দ্বিতীয়টিকে বিধেয় কর্ম বলে। যেমন- 'দুধকে মোরা দুগ্ধ বলি, হলুদকে বলি হরিদ্রা'। এখানে 'দুধ' ও 'হলুদ' উদ্দেশ্য কর্ম, 'দুগ্ধ' ও 'হরিদ্রা' বিধেয় কর্ম।
- কর্তা নিজে কাজ না করে কর্মকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিলে তাকে প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম বলে।
- ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে।[ক্রিয়াপদ]
- উদাহরণ: বাবা আমাকে একটি ল্যাপটপ কিনে দিয়েছেন। (কাকে দিয়েছেন? আমাকে। কী দিয়েছেন? ল্যাপটপ) : আমাকে- কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি (গৌণ কর্ম), ল্যাপটপ- কর্মকারকে শূণ্য বিভক্তি (মুখ্য কর্ম)

করণকারক

- করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। যে উপাদান বা উপায়ে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাকে করণ কারক বলে।ক্রিয়াকে 'কী দিয়ে/ কী উপায়ে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই করণ কারক।
- উদাহরণ- পিয়াল কলম দিয়ে লিখছে। (কী দিয়ে লেখে? কলম দিয়ে) : করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি

সম্প্রদান কারক

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দেয়া হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে।'কাকে দান করা হল' প্রশ্নের উত্তরই হলো সম্প্রদান কারক।সম্প্রদান কারকের নিয়ম অন্যান্য নিয়মের মতোই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকেই এসেছে। তবে অনেক বাংলা ব্যাকরণবিদ/ বৈয়াকরণ একে আলাদা কোন কারক হিসেবে স্বীকার করেন না। তারা একেও কর্ম কারক হিসেবেই গণ্য করেন। কর্মকারক ও সম্প্রদান কারকের বৈশিষ্ট্যও একই। কেবল স্বত্ব ত্যাগ করে দান করার ক্ষেত্রে কর্মকারক হিসেবে গণ্য না করে কর্মপদটিকে সম্প্রদান কারক হিসেবে গণ্য করা হয়।সম্প্রদান কারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির বদলে চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত হয়। চতুর্থী বিভক্তি আর কোথাও যুক্ত হয় না। অর্থাৎ, 'কে/ রে' বিভক্তি দুটি সম্প্রদান কারকের সঙ্গে থাকলে তা চতুর্থী বিভক্তি। অন্য কোন কারকের সঙ্গে থাকলে তা দ্বিতীয়া বিভক্তি।তবে কোথাও নিমিত্তার্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হলে তা চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন- বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল। (নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি)
- উদাহরণ- ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। (কাকে দান করা হল? ভিখারিকে।) : সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি
- অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ। (কাকে দান করা হল? অন্ধজনে।): সম্প্রদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি

অপাদান কারক

- যা থেকে কোন কিছু গৃহীত, বিচ্যুত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত, রক্ষিত, ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। অর্থাৎ, অপাদান কারক থেকে কোন কিছু বের হওয়া বোঝায়।'কি হতে বের হল' প্রশ্নের উত্তরই অপাদান কারক।
- উদাহরণ-গাছ থেকে পাতা পড়ে। (কি হতে বের হল/ পড়ল? গাছ থেকে): অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি

অধিকরণ কারক

- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল এবং আধারকে (সময় এবং স্থানকে) অধিকরণ কারক বলে।ক্রিয়াকে 'কোথায়/ কখন/ কী বিষয়ে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাই অধিকরণ কারক।
- উদাহরণ-পুকুরে মাছ আছে। (কোথায় আছে? পুকুরে):অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি

শিক্ষকের আলোচ্য	তাৎক্ষণিক অনুশীলন পর্ব

ক্লাশের আলোচনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে অবশ্যই তাৎক্ষণিক অনুশীলন করিয়ে নেবেন এবং পরবর্তীতে ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন-

১. 'আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক'– এই বাক্যে বাংলাদেশের পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
২. 'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান'– বাক্যে নিম্নরেখ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?
৩. 'তিলে তৈল হয়'– এ বাক্যে কোন কারকে কোন বিভক্তি বিদ্যমান?
৪. 'আজকে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ আলো নূরজাহান ।'- 'আজকে' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি ?
৫. 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয় ।' বাক্যটিতে 'বাঘের' শব্দটির কারক ও বিভক্তি কোনটি ?
৬. 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'-এই বাক্যে 'কাননে'
৭. 'দশে মিলে করি কাজ' বাক্যে 'দশে' কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
৮. বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল । কোন কারকে কোন বিভক্তি?
৯. 'পড়ায় আমার মন বসে না' এখানে 'পড়ায়' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
১০. 'ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে' – কোন কারকে কোন বিভক্তি?
১১. 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে'– এখানে 'রাঘবে'
১২. 'আমার গানের মালা আমি করব কারে দান ।' 'কারে' কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
১৩. 'টাকায় টাকা আনে' এ বাক্যে 'টাকায়' পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
১৪. "কলসটি কানায় কানায় পূর্ণ" কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
১৫. 'পাপে বিরত থাকো'–কোন কারকে কোন বিভক্তি?
১৬. 'ডাক্তার ডাক' ---- কোন কারকে কোন বিভক্তি?
১৭. কর্তা যা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাকে বলে-
১৮. 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'–এই বাক্যে 'কাননে' কোন কারক ও বিভক্তি ?
১৯. 'বগুড়ার চিনিপাতা দই সুস্বাদু ।'- বাক্যটিতে 'চিনিপাতা' কোন্ কারক ?
২০. সাদা মেঘে বৃদ্ধি হয় না- এখানে মেঘে কোন কারক ?
২১. বিপদে মোরে রক্ষা কর- বিপদে কোন কারক ?
২২. 'রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা' দুয়ারে শব্দটি কোন কারক?
২৩. 'আকাশে তো আমি রাখি নাই মোর উড়িবার ইতিহাস' – এই বাক্যে 'আকাশে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তির উদাহরণ?
২৪. বিভক্তি কত প্রকার ?
২৫. 'জল পড়ে, পাতা নড়ে', এখানে জল ও পাতা কোন কারকে কোন বিভক্তি?
২৬. মানুষ ভাবে এক হয় আর এক, এবাক্যে মানুষ কোন কারকে কোন বিভক্তি ?
২৭. 'ডাক্তার ডাক' বাক্যে ডাক্তার কোন কারক ?
২৮. 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথায়' এ বাক্যে ঔষধ কোন কারকের কোন বিভক্তি ?
২৯. 'রহিম ধোপাকে কাপড় ধুতে দিল' কোন কারক ?
৩০. পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা- এখানে দাসে কোন কারক ?
৩১. 'বাদলের ধারা ঝড়ে ঝর ঝর' বাদলে শব্দটি কোন কারকের কোন বিভক্তি ?
৩২. 'কান্নায় শোক কমে' এ বাক্যে কান্নায় কোন কারক ?

শিক্ষকের করণীয়

বচন

বচন বিষয়ক আলোচনা

▣ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যার ধারণা প্রকাশের উপায় বা সংখ্যাত্মক প্রকাশের উপায়কে বচন বলে । অর্থাৎ বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ যে ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর প্রতিনিধিত্ব করছে বা বোঝাচ্ছে, সেই ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা, অর্থাৎ সেটি একসংখ্যক না একাধিক সংখ্যাক, তা বোঝানোর পদ্ধতিকেই বচন বলে ।

বচনের প্রকারভেদ উদাহরণ

বাংলা বচন ২ প্রকার: একবচন ও বহুবচন ।

একবচন:	▣ যখন কোন শব্দ দ্বারা কেবল একটি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে একবচন বলে । যেমন- ছেলেটা, গরচটা, কলমটা, ইত্যাদি ।
বহুবচন:	▣ যখন কোন শব্দ দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়, তখন তাকে বহুবচন বলে । যেমন- ছেলেগুলো, গরচগুলো, কলমগুলি, ইত্যাদি ।

☞ কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ হয় । কখনোই বিশেষণ পদের বচনভেদ হয় না । কিন্তু কোন বিশেষণবাচক শব্দ যদি কোন বাক্যে বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিশেষ্য পদ হয়, এবং কেবল তখনই তার বচনভেদ হয় । [পদ প্রকরণ]

☞ বাংলায় বহুবচন বোঝানোর জন্য কতগুলো শব্দ বা শব্দাংশ (বিভক্তি) ব্যবহৃত হয় । এগুলোর অধিকাংশই এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে । অর্থাৎ, বলা যায়, এগুলোর বেশিরভাগই তৎসম শব্দ বা শব্দাংশ । যেমন- রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের (শব্দাংশ বা বিভক্তি) ; সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি (শব্দ) ।

☞ বহুবচন বোধক শব্দাংশের ব্যবহার

☞ রা/এরা: শুধু উন্নত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' ব্যবহৃত হয় । সোজা কথায়, বস্তুবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' যুক্ত হয় । যেমন- ছাত্ররা লেখাপড়া করে । শিক্ষকেরা লেখাপড়া করান । তারা সবাই লেখাপড়া করতে ভালোবাসে ।

☞ গুলা/গুলি/গুলো: বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গুলা/গুলি/গুলো' যুক্ত হয় । যেমন- বানরগুলো দাঁত কেলাচ্ছে । অতগুলো আম কে খাবে? গুলিগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিলো ।

☞ বহুবচন বোধক শব্দের ব্যবহার

➢ উন্নত প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ

গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ	মন্ডলী- শিক্ষকমন্ডলী, সম্পাদকমন্ডলী
বৃন্দ- সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ,	বর্গ- পন্ডিত বর্গ, মন্ত্রি বর্গ

➢ বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

কুল-	পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল, (ব্যতিক্রম- কবিকুল, মাতৃকুল)
সকল-	পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
সব-	ভাইসব, পাখিসব

সমূহ-	বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ

➢ কেবল জন্তুবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

পাল- গরচর পাল	যূথ- পস্তিযূথ

➢ বস্তুবাচক বা অপ্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচন বোধক শব্দ-

আবলি- পুস্তকাবলি	মালা- পর্বতমালা
গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ	রাজি- তারকারাজি
দাম- কুসুমদাম	রাশি- বালিরাশি
নিকর- কমলনিকর	নিচয়- কুসুমনিচয়
পুঞ্জ- মেঘপুঞ্জ	

বহুবচনের বিশেষ প্রয়োগ

- একবচন বোধক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন- সিংহ বনে থাকে। (সব সিংহ বনে থাকে বোঝাচ্ছে।)
- পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। (অনেক পোকার আক্রমণ বোঝাচ্ছে।)
- বাজারে লোক জমেছে। (অনেক লোক জমেছে বোঝাচ্ছে।)
- বাগানে ফুল ফুটেছে। (অনেক ফুল ফুটেছে বোঝাচ্ছে।)

☞ একবচন বোধক বিশেষ্যের আগে বহুত্ব বোধক শব্দ, যেমন- অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন- **অজস্র লোক→ অনেক ছাত্র→ বিস্তর টাকা→ বহু মেহমান→ নানা কথা→ ঢের খরচ→ অঢেল টাকা→ ইত্যাদি।**

☞ বিশেষ্য পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ।

বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন

- মেয়েরা কানাকানি করছে।('মেয়েরা' বলতে এখানে নিন্দিষ্ট কিছু মেয়েদের বোঝাচ্ছে, যারা কানাকানি করছে।)
- এটাই করিমদের বাড়ি।('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে।)
- রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মায় না।('রবীন্দ্রনাথরা' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে।)
- সকলে সব জানে না।

☞ কিছুবিদেশি শব্দেবাংলা ভাষার বহুবচনের পদ্ধতির পাশাপাশিবিদেশি ভাষার অনুকরণেওবহুবচন করা হয়ে থাকে। যেমন-

–বুজুর্গ- বুজুর্গাইন; সাহেব- সাহেবান

☞ *বহুবচন বোধক শব্দ ও শব্দাংশগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত। আর তাই এগুলো ব্যবহারের নিয়মও সংস্কৃত শব্দে বা তৎসম শব্দেই বেশি হয়। খাঁটি বাংলা শব্দে বা তদ্ভব শব্দে এসব নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। আর আধুনিক বাংলা ভাষার চলিত রীতিতেও এ সকল নিয়ম প্রায়ই মানা হয় না। তদ্ভব শব্দের বহুবচনে ও আধুনিক চলিত রীতিতে বিশেষ্য ও সর্বনামের চলিত রীতিতে সহজ কয়েকটি শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল-*

শব্দাংশ- রা, এরা, গুলা, গুলো, দের

শব্দ- অনেক, বহু, সব।

শিক্ষার্থীর করণীয়

বিপরীত শব্দ

কিছুগুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কাজ	অকাজ	সঞ্চয়	অপচয়	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত	পথ	বিপথ
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন	উৎকর্ষ	অপকর্ষ	বাদী	বিবাদী
কেজো	অকেজো	যশ	অপযশ	যুক্ত	বিযুক্ত
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল	সফল	বিফল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুষ্কৃত	সুশ্রী	বিশ্রী
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ	স্মৃতি	বিস্মৃতি
জ্ঞানী	অজ্ঞান	সুলভ	দুর্লভ	ঠিক	বেঠিক
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দুঃশীল	তাল	বেতাল
নশ্বর	অবিনশ্বর	আসল	নকল	হাল	বেহাল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক	হুঁশ	বেহুঁশ
শান্ত	অশান্ত	লায়েক	নালায়েক	অগ্র	পশ্চাৎ
শিষ্ট	অশিষ্ট	খুঁত	নিখুঁত	অচল	সচল
শুভ	অশুভ	খোঁজ	নিখোঁজ	অনুকূল	প্রতিকূল
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা	বিরত	নিরত	অন্তর	বাহির

সান্ত	অনন্ত	আশা	নিরাশা	অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম	উৎসাহ	নিরুৎসাহ	অধম	উত্তম
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	দোষী	নির্দোষ	অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র	অল্প	অধিক
অর্থ	অনর্থ	প্রবল	দুর্বল	আঁঠি	শাঁস
আচার	অনাচার	রোগ	নীরোগ	আকুঞ্চণ	প্রসারণ
আত্মীয়	অনাত্মীয়	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট	আগে	পিছে
আদর	অনাদর	সদয়	নির্দয়	আপদ	সম্পদ
আবশ্যক	অনাবশ্যক	সম্বল	নিঃসম্বল	আপন	পর
আবিল	অনাবিল	সরস	নীরস	আদান	প্রদান
আস্থা	অনাস্থা	সাকার	নিরাকার	আদি	অন্ত
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	অজ্ঞ	বিজ্ঞ	আবির্ভাব	তিরোভাব
ইষ্ট	অনিষ্ট	অনুরক্ত	বিরক্ত	আমদানি	রপ্তানি
উপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুরাগ	বিরাগ	আয়	ব্যয়
মান	অপমান	ইহা	উহা	ইতর	ভদ্র
উচ্চ	নিচ	উত্থান	পতন	ইদানিং	তদানিং
উদয়	অস্ত	উন্নতি	অবনতি	ঊর্ধ্ব	অধ
এলোমেলো	গোছানো	ওঠা	নামা	ওস্তাদ	সাগরেদ
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	কোমল	কর্কশ	ক্রয়	বিক্রয়
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	খাঁটি	ভেজাল	খাতক	মহাজন
খুচরা	পাইকারি	খোলা	বন্ধ	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
গুরু	লঘু	গৃহী	সন্ন্যাসী	গ্রহণ	বর্জন
ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত	চোর	সাধু
চোখা	ভোঁতা	ছাত্র	শিক্ষক	জন্ম	মৃত্যু
জয়	পরাজয়	জড়	চেতন	জাগরিত	নিদ্রিত
জীবন	মরণ	জোয়ার	ভাটা	টাটকা	বাসি
ঠকা	জেতা	ঠা-া	গরম	ডোবা	ভাসা

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
তিরস্কার	পুরস্কার	তেজী	নিস্তেজ	দাতা	গ্রহীতা
দিন	রাত	দীর্ঘ	হ্রস্ব	দুষ্ট	শিষ্ট
দূর	নিকট	দেওয়া	নেওয়া	দেনা	পাওনা
ধনী	নির্ধন, গরিব	নতুন	পুরাতন	নরম	শক্ত
নিদ্রিত	জাগ্রত	নিন্দা	প্রশংসা	বন্ধন	মুক্তি
বন্ধু	শত্রু	বর	বৌ	বর্ধমান	ক্ষীয়মান
বড়	ছোট	বাচাল	স্বল্পভাষী	বিরহ	মিলন
বেহেশ্‌ত	দোজখ	বোকা	চালাক	ব্যর্থ	সার্থক
ভয়	সাহস	ভিতর	বাহির	ভীতু	সাহসী
ভীরু	নির্ভীক	ভূত	ভবিষ্যৎ	ভোঁতা	ধারালো
মিলন	বিরহ	মুখ্য	গৌণ	মৃদু	প্রবল
রাজা	প্রজা	রুগ্‌ন	সুস্থ	লঘু	গুরু
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	লাল	কালো	শত্রু	মিত্র
শীঘ্র	বিলম্ব	সত্য	মিথ্যা	সমষ্টি	ব্যষ্টি
সার্থক	ব্যর্থ	সুন্দর	কুৎসিত	সৃষ্টি	ধ্বংস
স্থির	চঞ্চল	স্মৃতি	বিস্মৃতি	স্বকীয়	পরকীয়
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	স্বর্গ	নরক	স্বাধীন	পরাধীন
হরণ	পূরণ	হার	জিত	হালকা	ভারি
উপচয়	অপচয়	সঞ্চয়	অপচয়	আকর্ষণ	বিকর্ষণ
সমষ্টি	ব্যষ্টি	উন্নত	অবনত	বাদী	বিবাদী
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন	উৎকর্ষ	অপকর্ষ	যুক্ত	বিযুক্ত
চেতন	অচেতন	যশ	অপযশ	সুশ্রী	বিশ্রী
জ্ঞানী	অজ্ঞান	সবল	দুর্বল	স্মৃতি	বিস্মৃতি
ধর্ম	অধর্ম	সুকৃত	দুষ্কৃত	অগ্র	পশ্চাৎ
নশ্বর	অবিনশ্বর	সুশীল	দুঃশীল	অচল	সচল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক	অনুকূল	প্রতিকূল
শিষ্ট	অশিষ্ট	বিরত	নিরত	অন্তর	বাহির
সান্ত	অনন্ত	উৎসাহ	নিরুৎসাহ	অন্তরঙ্গ	বহিরঙ্গ
স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম	দোষী	নির্দোষ	অধম	উত্তম
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র	অধমর্ণ	উত্তমর্ণ
উদয়	অস্ত	প্রবল	দুর্বল	আঁঠি	শাঁস
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	রোগ	নীরোগ	আকুঞ্চণ	প্রসারণ
গুরু	লঘু	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট	আপদ	সম্পদ
তিরস্কার	পুরস্কার	সদয়	নির্দয়	আদান	প্রদান
নিদ্রিত	জাগ্রত	সম্বল	নিঃসম্বল	আদি	অন্ত
ভীরু	নির্ভীক	সরস	নীরস	আবির্ভাব	তিরোভাব
সার্থক	ব্যর্থ	সাকার	নিরাকার	আমদানি	রপ্তানি
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	অজ্ঞ	বিজ্ঞ	আয়	ব্যয়
হরণ	পূরণ	অনুরক্ত	বিরক্ত	ইদানিং	তদানিং
বাচাল	স্বল্পভাষী	অনুরাগ	বিরাগ	ঊর্ধ্ব	অধঃ
ভূত	ভবিষ্যৎ	উত্থান	পতন	ব্যর্থ	সার্থক
মুখ্য	গৌণ	উন্নতি	অবনতি	মৃদু	প্রবল
রুগ্‌ন	সুস্থ	কোমল	কর্কশ	বর্ধমান	ক্ষীয়মান
খাতক	মহাজন	গৃহী	সন্ন্যাসী	তেজী	নিস্তেজ
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	ঘাত	প্রতিঘাত	দাতা	গ্রহীতা

০১. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে।– বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।
ক. ৪৫০-৬৫০ খ. ৬৫০ - ৯৫০ গ. ৬৫০-১২০০ ঘ. ৬৫০-১২৫০

০২. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?
ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যর রূপরেখা

০৩. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা?
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আব্দুল হাই গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

০৪. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন-
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণবপদাবলী গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. দোহাকোষ

০৫. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?
ক. অক্ষর বৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ

০৬. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক. গোবিন্দ দাস খ. কায়কোবাদ গ. কাহ্ন পা ঘ. ভুসুকু পা

০৭. কোন পন্ডিত চর্যাপদের পদগুলি টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
ক. কাহ্ন পা খ. লুই পা গ. ডাকার্ণব ঘ. মুনিদত্ত ঙ. কোনটিই নয়

০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. মুমুর্ষু খ. মুমূর্ষূ গ. মূমুর্ষ ঘ. মুমূর্ষু ঙ. মূমুর্ষূ

০৯. বাংলা একাডেমি বানান বিধি অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?
ক. ঊনসত্তর খ. রচনাবলি গ. মরুঝড় ঘ. বৈশাখি

১০. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?
ক. দরিদ্রতা খ. উপযোগিতা গ. শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ. উর্দ্ধ

১১. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. সমীচীন খ. সমিচীন গ. সমীচিন ঘ. সমিচিন ঙ. কোনটিই নয়

১২. কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?
ক. সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি খ. সমীচিন, হরিতকী, বাল্মিকী গ. সমিচীন, হরিতকী, বাল্মিকি ঘ. সমিচিন, হরিতকি, চাল্মিকী

১৩. কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক. বিভিষীকা খ. বিভীষিকা গ. বীভিষিকা ঘ. বীভিষীকা ঙ. কোনটিই নয়

১৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
ক.স্বায়ত্বশাসন খ. সায়ত্বশাসন গ. স্বায়ত্তশাসন ঘ. সায়ত্বশাসন ঙ. কোনটিই নয়

১৫. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ–
ক. পরিক্রমন, তারুণ্য, বাণী খ. অরুন, মৃনাল, জীর্ণ গ. অপরিসীম, নিশীথিনী, লীলাভূমি ঘ. পুজারী, পিড়িত, ঝরনা

১৬. উন্নীত শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
ক. বিনীত খ. অবনমিত গ. অবনতি ঘ. অধোগতি ঙ. অবনমন

১৭. 'উত্তরণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. পতন খ. অবনয়ন গ. অবতরণ ঘ. অধস্তন

১৮. 'দেউড়ি' শব্দের বিপরীত শব্দ-
ক. বাতায়ন খ. গবাক্ষ গ. অলিন্দ ঘ. খিড়কি

১৯. 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. সংসারী খ. সঞ্চয়ী গ. সংস্থিতি ঘ. সন্ন্যাসী

২০. 'নন্দিত' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে-
ক. নিন্দিত খ. নির্যিত গ. অনিন্দ্য ঘ. বন্দিত ঙ. কোনটিই নয়

২১. 'শর্বরী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. দিবস খ. কুটিল গ. কৃষ্ণ ঘ. কুৎসিত ঙ. সৌম্য

২২. নিচের কোন বিপরীত শব্দটি শুদ্ধ?
ক. বাহ্য-আভান্তর খ. বলী-দুর্বল গ. মহাত্মা-নীচাত্মা ঘ. যজমান-পুরোহিত ঙ. সবগুলোই

২৩. 'অর্বাচীন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. বাচীন খ. প্রাচীন গ. নবীন ঘ. নবীন ঙ. কোনটিই নয়

২৪. "অহ্ন"-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. সূর্য খ. চন্দ্র গ. গতি ঘ. অপর ঙ. রাত্রি

২৫. 'কালেভদ্রে' শব্দের বিপরীত অর্থ কী?
ক. মাঝে মাঝে খ. হরদম গ. প্রতিদিন ঘ. প্রতিঋতু

২৬. 'অপাংক্তেয়'- এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অতুলনীয় খ. ঘরোয়া গ. সামাজিক ঘ. পংক্তিহীন

শিক্ষার্থীর করণীয় | বাংলা সাহিত্যের প্রাচীণ ও মধ্যযুগ (অনুশীলন)

০১. বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে।– বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।
ক. ৪৫০-৬৫০ খ. ৬৫০ - ৯৫০ গ. ৬৫০-১২০০ ঘ. ৬৫০-১২৫০

০২. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলতে-
ক. ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

০৩. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?
ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

০৪. বাংলা সাহিত্যে আধুনিক পর্ব শুরম্ন হয় কত শতকে?
ক. ১৮ খ. ১৭ গ. ১৯ ঘ. ২০

০৫. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?
ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস খ. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যর রূপরেখা

০৬. ড. মুহম্মদ শহীদুলস্নাহর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম-
ক. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ক. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ. বাংলা সাহিত্যের কথা ঘ. বাংলা সাহিত্যর রূপরেখা

০৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আাহসান খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
গ. মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা ঘ. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

০৮. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কার রচনা?
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. মুহম্মদ আব্দুল হাই গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

০৯. বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?
ক. সুকুমার সেন খ. দীনেশচন্দ্র সেন গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১০. 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটির লেখক কে?
ক. নীহাররঞ্জন রায় খ. আর.সি মজুমদার গ. আবদুল কাদির ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১১. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন-
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণবপদাবলী গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. দোহাকোষ

১২. 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৮০০ খ. ১৮৫৭ গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯০৯

১৩. চর্যাপদের পা-লিপি কে আবিষ্কার করেন?
ক. বড়ু চ-ীদাস খ. বসন্তরঞ্জন রায় গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. দীনেশ সেন ঙ. কোনটিই নয়

১৪. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে খ. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে

১৫. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা?
ক. অক্ষর বৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ

১৬. চর্যাপদের কবির সংখ্যা কত জন?
ক. ২৩ খ. ২৪ গ. ২৫ ঘ. ২৬ ঙ. কোনটিই নয়

১৭. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে?
ক. কাহ্নপা খ. ঢে-নপা গ. লুইপা ঘ. ভূসুকুপা

১৮. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?

ক. গোবিন্দ দাস খ. কায়কোবাদ গ. কাহ্ন পা ঘ. ভুসুকু পা

১৯. চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. ভুসুকু গ. জয়দেব ঘ. কাহ্ন পা

২০. কোন পন্ডিত চর্যাপদের পদগুলি টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?

ক. কাহ্ন পা খ. লুই পা গ. ডাকার্ণব ঘ. মুনিদত্ত ঙ. কোনটিই নয়

২১. বাংলা সাহিত্যের প্রাজীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে রচিত?

ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. ধ্বনিবৃত্ত

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	খ	০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	খ	০৯	খ	১০	ক
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	খ																		

শিক্ষার্থীর করণীয় — বানান ও ণত্ব-ষত্ব বিধান (অনুশীলন)

০১. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মুমুর্ষু খ. মুমূর্ষূ গ. মূমুর্ষ ঘ. মুমূর্ষু ঙ. মূমুর্ষূ

০২. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. সূচিস্মিতা খ. সুচিস্মিতা গ. সূচীস্মিতা ঘ. শুচিস্মিতা ঙ. শুচিস্মীতা

০৩. কোন শব্দটি শুদ্ধ?

ক. মনমুগ্ধকর খ. মনোমুগ্ধকর গ. মনঃমুগ্ধকর ঘ. মনোঃমুগ্ধকর ঙ. মনোমুগ্ধঃকর

০৪. সঠিক বানান কোনটি?

ক. সুষম খ. সুসম গ. সুশম ঘ. সূসম ঙ. শুষম

০৫. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. ব্রাহ্মণ খ. মনকষ্ট গ. দারিদ্র্য ঘ. সমীচীন ঙ. ব্যতীত

০৬. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

ক. ধরন খ. লবন গ. বৃহদার্থ ঘ. পরিষ্কার

০৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. সংশ্রব খ. ধস গ. উজ্জল ঘ. দূর্গ

০৯. বাংলা একাডেমি বানান বিধি অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. ঊনসত্তর খ. রচনাবলি গ. মরুঝড় ঘ. বৈশাখি

১০. নিচের কোন বানটি শুদ্ধ?

ক. বাণী খ. শূণ্য গ. অরণ্য ঘ. লবণ

১১. কোন শব্দটির বানান সঠিক?

ক. দোষণীয় খ. দূষণীয় গ. দূষনিয় ঘ. দোষনীয়

১২. কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

ক. দরিদ্রতা খ. উপযোগিতা গ. শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ. উর্দ্ধ

১৩. কোনটি সঠিক বানান?

ক. নিশিথিনী খ. নীশিথিনী গ. নিশীথিনী ঘ. নিশিথিনি

১৪. কোন বানানটি সঠিক?

ক. পিপিলিকা খ. পিপীলিকা গ. পীপিলিকা ঘ. পিপিলীকা

১৫. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. আকাংখা খ. আকাঙ্ক্ষা গ. আকাঙ্খা ঘ. আকাংক্ষা

১৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. সমীচীন খ. সমিচীন গ. সমীচিন ঘ. সমিচিন ঙ. কোনটিই নয়

১৭. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. দীনতা খ. দৈন্যতা গ. দীন্যতা ঘ. দিনতা ঙ. কোনটিই নয়

১৮. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. পল্বল খ. পল্লল গ. পল্যল ঘ. পল্লোল ঙ. কোনটিই নয়

১৯. কোনটি শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ?

ক. সমীচীন, হরীতকী, বাল্মীকি খ. সমীচিন, হরিতকী, বাল্মিকী গ. সমিচীন, হরিতকী, বাল্মিকি ঘ. সমিচিন, হরিতকি, চাল্মিকী

২০. নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ?

ক. বিভীষীকা খ. বিভীষিকা গ. বিভিষিকা ঘ. বীভিষিকা ঙ. কোনটিই নয়

২১. নিচের শব্দগুলির কোনটি সঠিক বানানে লেখা?

ক. দুষণ খ. দূষণ গ. দূষন ঘ. দুষন ঙ. কোনটিই নয়

২২. কোনটি সঠিক?

ক. যালাময়ি খ. জালাময়ী গ. জ্বালাময়ি ঘ. জ্বালাময়ী ঙ. জালাময়ি

২৩. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ?

ক. জবাকুসুম খ. তিমির বিদারী গ. যৌবনসূর্য ঘ. সলীলসমাধী ঙ. কোনোটিই নয়

২৪. নিচের কোনটি সঠিক নয়?

ক. পরিষ্কার খ. নমস্কার গ. দুষ্কর ঘ. হিরন্ময় ঙ. কোনোটিই নয়

২৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. চক্ষুশ্মান খ. চখুষ্মান গ. চক্ষুস্মান ঘ. চাক্ষুস্মান ঙ. কোনোটিই নয়

২৬. কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. বিভিষীকা খ. বিভীষিকা গ. বীভিষিকা ঘ. বীভিষীকা ঙ. কোনটিই নয়

২৭. কোনটি সঠিক বানান?

ক. পুঙ্খানুপুঙ্খ খ. পুঙ্খানুপূঙ্খ গ. পুঙ্খনূপুঙ্খ ঘ. পুঙ্খনাপুঙ্খ ঙ. পূঙ্খনাপূঙ্খ

২৮. নিচের কোন্ বানানটি অশুদ্ধ?

ক. পরীষ্কার খ. তিরস্কার গ. আবিষ্কার ঘ. নমস্কার ঙ. কোনটিই নয়

২৯. নিচের কোন্ বানানটি শুদ্ধ?

ক. বিভিষীকা খ. বিভীষিকা গ. বীভিষিকা ঘ. ভীবিষীকা ঙ. কোনটিই নয়

৩০. নিম্নের কোন বানানগুলো সঠিক?

ক. কিরিটিনী, পরিশিলীত খ. কিরীটিনী, পরিশিলীত গ. কীরিটিনী, পরিশীলিত ঘ. কিরীটিনী, পরিশীলিত ঙ. কোনটিই নয়

৩১. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ–

ক. পরিক্রমন, তারুণ্য, বাণী খ. অরুন, মৃনাল, জীর্ণ গ. অপরিসীম, নিশীথিনী, লীলাভূমি ঘ. পুজারী, পিড়িত, ঝরনা

৩২. কোন বানানটি সঠিক?

ক. ধাঁধাঁ খ. ধাধা গ. ধাঁধা ঘ. ধাঁদা ঙ. ধাদা

৩৩. কোনটি শুদ্ধ?

ক. সৌজন্ন খ. সৌজন্নতা গ. সৌজন্য ঘ. সৌজন্যতা ঙ. সৌযন্য

৩৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ ?

ক. পাষাণ খ. পাষান গ. পাসান ঘ. পাশান ঙ. কোনটিই নয়

৩৫. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মুহুর্মুহু খ. মুর্হুমুহু গ. মুর্হমুহু ঘ. মুর্হুমুহ ঙ. কোনটিই নয়

৬. নিম্নের কোনটি অশুদ্ধ?

ক. নিষ্কলঙ্ক খ. নিঃসঙ্ক গ. নিষ্প্রভ ঘ. নিঃসঙ্গ ঙ. কোনটিই নয়

৩৭. নির্ভুল বানান কোনটি?

ক. স্বায়ত্ব খ. স্মায়ত্ব গ. স্বায়ত্ত ঘ. সায়ত্ব ঙ. স্মায়ত্ত

৩৮. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক.স্বায়ত্বশাসন খ. সায়ত্বশাসন গ. স্বায়ত্তশাসন ঘ. সায়ত্বশাসন ঙ. কোনটিই নয়

৩৯. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. অগ্নিবীণা খ. অগ্নীবিণা গ. অগ্নিবিণা ঘ. অগ্নীবীণা ঙ. কোনটিই নয়

৪০. কোন শব্দটি সঠিক?

ক. বিভিষীকা খ. বিভীষিকা গ. বীভিষিকা ঘ. বীভিষীকা ঙ. বীভীষিকা

৪১. কোনটি সঠিক?

ক. ভদ্রতাচিত খ. ভদ্রচিত গ. ভদ্রোচিত ঘ. ভদ্রতচিত ঙ. ভাদ্রতা

৪২. কোনটি সঠিক?

ক. আপদমস্তক খ. আপাদমস্তক গ. আপদমস্ত ঘ. আপাদমস্ত ঙ. অপদমস্তক

৪৩. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. আলস্যতা খ. অলস্য গ. আলস্য ঘ. আলসতা ঙ. আলশ্য

৪৪. কোনটি শুদ্ধ বানান?

ক. ঘূর্ণ্যমান খ. ঘূর্ণায়মান গ. ঘুর্ণায়মান ঘ. ঘূর্নায়মান ঙ. ঘুর্নায়মান

৪৫. কোন্‌টি শুদ্ধ বানান?

ক. নিশ্বাস খ. নীশ্বাস গ. নিঃশ্বাস ঘ. নিঃশ্বাশ ঙ. কোনটিই নয়

৪৬. নিচের কোন বানান গুচ্ছ সঠিক?

ক. নীহারিকা, শীতাতপ, ভাগিরথী খ. নীহারীকা, শীতাতপ, ভগীরথী
গ. নীহারিকা, শীততাপ, ভাগীরথি ঘ. নীহারিকা, শীতাতপ, ভাগীরথী

৪৭. নিচের কোন বানানগুচ্ছ সঠিক?

ক. অভিমানিনী, মনযোগী, প্রতীতি খ. অভিমানিনী, মনযোগী, প্রতিতী
গ. অভিমানীনী, মনোযোগী, প্রতীতি ঘ. অভিমানিনী, মনোযগী, প্রতিতী ঙ. অভিমানিনী, মনোযোগী, প্রতীতি

৪৮. নিচের কোন বানানগুচ্ছ সঠিক?

ক. জিজীবিষা, কিরিটিনী, ফিরিস্তি খ. জিজিবীষা, কিরীটিনি, ফিরীস্তি গ. জিজীবীষা, কিরীটীনি, ফিরিস্তী ঘ. জিজীবিষা, কিরীটিনী, ফিরিস্তি

৪৯. নিচের কোন বানানগুচ্ছ সঠিক?

ক. বিকিরণ, নিস্প্রদীপ, পীযূষ খ. বিকীরণ, নিস্প্রদ্বীপ, পীযুষ
গ. বিকীরণ, নিস্প্রদীপ, পিযূষ ঘ. বিকিরন, নিস্প্রদীপ, পিযূষ ঙ. বিকিরণ, নিস্প্রদীপ, পীযুষ

৫০. কোন শব্দটি শুদ্ধ?

ক. দারিদ্র খ. দারিদ্র্য গ. দারীদ্র ঘ. দারিদ্রতা ঙ. কোনটি নয়

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	ক	০৫	খ	০৬	গ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	ঙ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	খ	৪০	গ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ঙ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	খ	৫০	খ

শিক্ষার্থীর করণীয়

বিপরীত শব্দ (অনুশীলন)

০১. 'সৌম্য' - এর বিপরীতার্থক শব্দটি কোনটি?

ক. শান্ত খ. সুশীল গ. উগ্র ঘ. উদ্ধত ঙ. কঠিন

০২. উন্নীত শব্দের বিপরীত শব্দ কী?

ক. বিনীত খ. অবনমিত গ. অবনতি ঘ. অধোগতি ঙ. অবনমন

০৩. 'সংশয়' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. প্রত্যয় খ. বিস্ময় গ. নিঃসয় ঘ. নির্ভয় ঙ. দ্বিধা

০৪. 'অলীক' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. অলৌকিক খ. লৌকিক গ. বাস্তব ঘ. অবাব ঙ. অসাড়

০৫. 'উত্তরণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. পতন খ. অবনয়ন গ. অবতরণ ঘ. অধস্তন

০৬. নিচের কোন বিপরীতার্থক শব্দজোড় অশুদ্ধ?
ক. শুষ্ক-রুক্ষ খ. স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র গ. সুবহ-দুর্বহ ঘ. ক্রয়-বিক্রয়

০৭ 'দেউড়ি' শব্দের বিপরীত শব্দ-
ক. বাতায়ন খ. গবাক্ষ গ. অলিন্দ ঘ. খিড়কি

০৮. 'অপাংক্তেয়'- এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. অতুলনীয় খ. ঘরোয়া গ. সামাজিক ঘ. পংক্তিহীন

০৯. 'গৃহী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. সংসারী খ. সঞ্চয়ী গ. সংস্থিতি ঘ. সন্ন্যাসী

১০. 'আপদ'- এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. সম্পদ খ. বিপদ গ. বিগ্রহ ঘ. নিগ্রহ ঙ. কোনটিই নয়

১১. 'ভূত' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. দৈত্য খ. জীন গ. ভবিষ্যৎ ঘ. নির্ভীক ঙ. কোনটিই নয়

১২. 'শান্ত্ম' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. স্থির খ. অনবরত গ. অনন্ত ঘ. গতিশীল ঙ. কোনটিই নয়

১৩. 'কৃতঘ্ন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. অকৃতজ্ঞ খ. কৃতজ্ঞ গ. উপকারী ঘ. ক্ষতিকর ঙ. কোনটিই নয়

১৪. 'সংশয়' এর বিপরীত শব্দ কী?
ক. নির্ভয় খ. বিস্ময় গ. প্রত্যয় ঘ. দ্বিধা ঙ. কোনটিই নয়

১৫. 'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ কী?
ক. অসুন্দর খ. কুৎসিত গ. কাপুরুষ ঘ. করাল ঙ. কোনটিই নয়

১৬. 'তিমির' এর বিপরীত শব্দ কী?
ক. আলো খ. তিরস্কার গ. কালো ঘ. অন্ধকার ঙ. কোনটিই নয়

১৭. 'নন্দিত' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে-
ক. নিন্দিত খ. নির্যিত গ. অনিন্দ্য ঘ. বন্দিত ঙ. কোনটিই নয়

১৮. 'প্রসন্ন' এর বিপরীতার্থক শব্দ কি?
ক. দুঃখ খ. বিষণ্ন গ. ক্রুদ্ধ ঘ. অপ্রসন্ন ঙ. কোনটিই নয়

১৯. 'ঔদার্য' শব্দটির বিপরীত শব্দ-
ক. ম্লান খ. পতন গ. কার্পণ্য ঘ. বিনয় ঙ. সাগরেদ

২০. 'শর্বরী' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
ক. দিবস খ. কুটিল গ. কৃষ্ণ ঘ. কুৎসিত ঙ. সৌম্য

২১. 'বিধি' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. ব্যাকুল খ. অনিশ্চিত গ. নিষেধ ঘ. অগ্রজ ঙ. কোনোটিই নয়

২২. 'দ্যুলোক' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. ভূলোক খ. লোক গ. কালো ঘ. দিবালোক ঙ. কোনোটিই নয়

২৩. জঙ্গম-এর বিপরীতার্থক শব্দ কি?
ক. অরণ্য খ. পর্বত গ. স্থাবর ঘ. সমুদ্র ঙ. কোনটিই নয়

২৪. 'ভূত' এর বিপরতি শব্দ কোনটি?
ক. বাস্তব খ. সাহস গ. শরীরী ঘ. অতীত ঙ. ভবিষ্যৎ

২৫. 'বিধি'-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
ক. নিয়ম খ. অনিয়ম গ. প্রথা ঘ. নিষেধ ঙ. কোনটিই নয়

২৬. নিচের কোন বিপরীত শব্দটি শুদ্ধ?
ক. বাহ্য-আভান্তর খ. বলী-দুর্বল গ. মহাত্মা-নীচাত্মা ঘ. যজমান-পুরোহিত ঙ. সবগুলোই

২৭. 'সন্ধি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ –
ক. বিয়োগ খ. বিগ্রহ গ. নিগ্রহ ঘ. বর্জন ঙ. তিরোভাব

২৮. কোনটি আলাদা?
ক. মৃত-মৃতা খ. বৃদ্ধ-বৃদ্ধা গ. দাদা-বৌদি ঘ. শূদ্র-শূদ্রা

২৯. 'অর্বাচীন' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. বাচীন খ. প্রাচীন গ. নবীন ঘ. নবীন ঙ. কোনটিই নয়

৩০. সৌম্য এর বিপরীত শব্দ-

ক. অসুন্দর খ. কাপুরুষ গ. করাল ঘ. শৈত

৩১. 'ঐহিক' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক.অনৈহিক খ. পারত্রিক গ. ঐচ্ছিক ঘ. নৈহিক ঙ. কোনটিই নয়

৩২. "অহ্ন"-এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. সূর্য খ. চন্দ্র গ. গতি ঘ. অপর ঙ. রাত্রি

৩৩. 'কালেভদ্রে' শব্দের বিপরীত অর্থ কী?

ক. মাঝে মাঝে খ. হরদম গ. প্রতিদিন ঘ. প্রতিঋতু

৩৪. 'অর্বাচীন' বিপরীতার্থক শব্দ কি?

ক. প্রাচীন খ. অর্বচীন গ. অতীত ঘ. পূর্বতম ঙ. কোনটিই নয়

৩৫. 'আরোহণ'- এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

ক. অবরোহণ খ. সংশে-ষণ গ. বহির্গমন ঘ. বিসর্জন ঙ. সমর্পণ

৩৬. "গৌরব"- এর বিপরীত শব্দ কি?

ক. অপমান খ. অমর্যাদা গ. মানহানি ঘ. লজ্জা ঙ. অহঙ্কার

৩৭. 'ক্ষীয়মান' এর বিপরীত শব্দ -

ক. বর্ধমান খ. বর্ধিষ্ণু গ. বৃহৎ ঘ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঙ. কোনটিই নয়

৩৮. 'জঙ্গম' এর বিপরীত শব্দ-

ক. অরন্য খ. পর্বত গ. স্থাবর ঘ. সমুদ্র ঙ. কোনটিই নয়

৩৯. 'তাপ' এর বিপরীত শব্দ-

ক. শীতল খ. শৈত্য গ. উত্তাপ ঘ. হিম ঙ. কোনটিই নয়

৪০. 'সংশয়'- এর বিপরীতার্থক শব্দ

ক. বিস্ময় খ. নির্ণয় গ. প্রত্যয় ঘ. কোনটিই নয়

ঃ উত্তরমালা ঃ

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	গ	০৫	গ	০৬	ক	০৭	ঘ	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	ঙ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ক	১৮	খ	১৯	গ	২০	ক
২১	গ	২২	ক	২৩	গ	২৪	ঙ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	খ	৩২	ঙ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	গ

শিক্ষার্থীর করণীয় | (ব্যাংক সমূহের) বিগত সালের প্রশ্ন ও উত্তর (২০১৮ - ২০১৯)

1. নিচের বিপরীত শব্দযুগলের মধ্যে অশুদ্ধ– BB, Assistant Director (General) 18

ক. খাতক-মহাজন খ. আসমান-জমিন গ. সিক্ত-রিক্ত ঘ. স্বপ্ন-বাস্তব **উঃ গ**

2. চর্যাপদ হলো– Officer (General) 18

ক. একগুচ্ছ ধর্মোপদেশ খ. সাধন সংগীত গ. জীবনাচরণ পদ্ধতি ঘ. দেবী বন্দনা **উঃ খ**

3. 'সৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হলো– Officer (General) 18

ক. সোউধ্ খ. শোউধ্ গ. সোউধো ঘ. শোউধো **উঃ ঘ**

4. 'ড়ীয়মাণ'- এর বিপরীত শব্দ: Assistant Director (General Side) 16

ক. বর্ধিষ্ণু খ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গ. বর্ধমান ঘ. বৃহৎ **উ: গ**

5. নিচের কোন বানানগুচ্ছ শুদ্ধ? Assistant Director (General Side) 16

ক. সমিচিন, বাল্মিকি খ. সমিচীন, বাল্মিকী গ. সমীচীন, বাল্মিকী ঘ. সমীচীন, বাল্মীকি **উ: ঘ**

6. 'ঐকতান' বোঝায়– BB, Officer (Cash) 16

ক. সমস্বর খ. ঐক্য গ. সমবেদনা ঘ. বংশীধ্বনি **উ: ক**

7. কোনটি শুদ্ধ? BB, Officer (Cash) 16

ক. মরু + উদ্যান = মরুদ্যান খ. পরি+ইক্ষা = পরীক্ষা গ. প্রতি + উষ = প্রত্যুষ ঘ. গঙ্গা+ঊর্মি = গঙ্গোর্মি উ:

8. কোন বানানটি শুদ্ধ? BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. মূর্ধন্য খ. মূর্ধণ গ. মুর্ধন্য ঘ. মুর্ধণ্য **উ: ক**

9. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন- BB, AD, (Freedom Fighter Quota'15)

ক. ফোর্ট উইলিয়াম খ. উইলিয়য়াম কেরি গ. রামরাম বসু ঘ. জেসি মার্শম্যান **উ: খ**

10. নিচের কোন শব্দটি অশুদ্ধ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. দরিদ্রতা খ. উপযোগিতা গ. শ্রদ্ধাঞ্জলি ঘ. উর্দ্ধ **উ: ঘ**

11. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. স্বায়ত্ত্বশাসন খ. সায়ত্তশাসন গ. স্বায়ত্তশাসন ঘ. স্বায়ত্বশাসন **উ: গ**

12. 'গরল' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. মৃত খ. গরজ গ. অমৃত ঘ. কোনোটিই নয় **উ: গ**

13. 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ **উ: খ**

14. 'লিপিমালা' রচনা কে করেছেন? BB, 3 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (Cash'18)

ক. কাশীরাম দাস খ. দ্বিজরাম দেব গ. রাম রাম বসু ঘ. মুক্তরাম সেন **উ: গ**

15. নিচের কোন শব্দটি অশুদ্ধ? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. সজ্জন খ. উজ্জল গ. বিভাজ্য ঘ. জ্বলন্ত **উ: খ**

16. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. ইতিপূর্বে খ. ইতপূর্বে গ. ইতোপূর্বে ঘ. ইতঃপূর্বে **উ: ঘ**

17. 'বিদিত' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? 2 Govt. Banks & Financial Institutes Officer (General-2018)

ক. গৃহীত খ. বিদীর্ণ গ. বিসর্জন ঘ. অজ্ঞাত **উ: ঘ**

18. কোন শব্দটির প্রয়োগ শুদ্ধ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. লক্ষ্যণীয় খ. উপলক্ষ্য গ. সৌন্দর্যতা ঘ. সুবুদ্ধিমান **উ: খ**

19. নিচের কোন শব্দটি অশুদ্ধ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. সুকেশী খ. সুকেশা গ. সুকেশীনী ঘ. সুকেশিনী **উ: গ**

20. নিচের কোন শব্দটি শুদ্ধ? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. বীকেন্দ্রিকরণ খ. বিকেন্দ্রীকরণ গ. বিকেন্দ্রিকরণ ঘ. বিকেন্দ্রীকরণ **উ: খ**

21. 'ঐহিক' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (Senior Officer'18)

ক. পারলৌক খ. পার্শ্বিক গ. স্বর্গীয় ঘ. পারত্রিক **উ: ঘ**

22. কোনটি সঠিক? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. ভদ্রাতাচিত খ. ভদ্রতচিত গ. ভদ্রচিত ঘ. ভদ্রোচিত উ:

23. সংশয়–এর বিপরীতার্থকড় শব্দ কোনটি? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. দ্বিধা খ. নির্ভয় গ. বিস্ময় ঘ. প্রত্যয় **উ: ঘ**

24. 'সৌম্য'- এর বিপরীত শব্দ কি? 3 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18)

ক. অসুন্দর খ. কুৎসিত গ. কাপুরুষ ঘ. কোনোটি্ নয় **উ: ঘ**

25. নিচের যে যে শব্দে ভুলভাবে ণ-ত্ব বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে- 5 Govt. Banks & Financial Institutes (Officer'18)

ক. বক্ষমাণ খ. আবর্তন গ. প্রণয় ঘ. আপণ **উ: খ**

26. 'তাতা' শব্দটির বিপরীত শব্দ কোনটি? 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]

ক. ত্বরা খ. ঠা-া গ. তন্দ্রা ঘ. গরম **উ: খ**

27. কোন বাক্যটি শুদ্ধ– 8 Govt. Banks & Financial Institutes (SO'18) [cancelled]

ক. তিনি অপমানিতবোধ করেছেন ।
খ. তুমি চিরজীবী হও ।
গ. চন্দ্র উদয় হয়েছে ।
ঘ. তুমি চিরঞ্জীব হও ।
উ: খ

28. শুদ্ধ বাবান কোনটি?
Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)
ক. অনূশাসন খ. অনুসাশন গ. অনুশাসন ঘ. অনুশাসন
উ: ঘ

29. প্রমিত বানানরূপ–
Solani Bank Ltd. (Senior Officer-18)
ক. গলাধ:করণ খ. গলধকরণ গ. গলধঃকরণ ঘ. গলাধকরণ
উ: ক

30. ক্ষীয়মান- এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. বর্ধমান খ. বৃহৎ গ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ঘ. বর্ধিষ্ণু
উ: ক

31. শুদ্ধ বানান কোনটি?
Solani Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. স্বায়ত্ত্বশাসন খ. সায়ত্ত্বশাসন গ. স্বায়ত্ত্বশাসন ঘ. স্বায়ত্তশাসন
উ: ঘ

32. 'সুষমা' শব্দে যে নিয়মে 'ষ' বসে–
Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. 'স'- এর পূর্বে বসেছে বলে
খ. স্বভাবত 'ষ' বসে বলে
গ. 'ষম'- মূলরূপ থেকে উৎসারিত হওয়ায়
ঘ. 'উ'-কারান্ত উপসর্গ পূর্বে আছে বলে
উ: ঘ

33. প্রমিত বানানে লেখা শব্দটি হলো–
Rupali Bank Ltd. Officer (Cash-18)
ক. বৈপরিত্ব খ. আয়ত্তীকরণ গ. একত্রিত ঘ. ধুলিকণা
উ: খ

34. কোনটি সঠিক?
PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. ভদ্রতাচিত খ. ভদ্রতচিত গ. ভদ্রচিত ঘ. ভদ্রাচিত
উ: নোট

35. 'সৌম্য'- এর বিপরীত শব্দ কি?
PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. অসুন্দর খ. কুৎসিত গ. কাপুরুষ ঘ. কোনোটিই নয়
উ: ঘ

36. সংশয়-এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
PKB (Senior Executive Officer-18)
ক. দ্বিধা খ নির্ভয় গ. প্রত্যয় ঘ. বিস্ময়
উ: গ

37. 'সম্পৃক্ত' শব্দটির সঠিক অর্থ কোনটি?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. সংযুক্ত খ আঁটবাঁধা গ. অন্তর্ভূক্ত ঘ. দুই বা অধিকের মিলন
উ: ক

38. অগ্রজ- এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. পরিগ্রজ খ. পশ্চাৎ গ. নিগ্রহ ঘ. অনুজ
উ: ঘ

39. শুদ্ধ বানান কোনটি?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. বিভীষীকা খ. বিভীষিকা গ. বিভীসিকা ঘ. বিভিষীকা
উ: খ

40. অশুদ্ধ বানান কোনটি?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. পুণ্য খ. পুজো গ. মুহুর্ত গ. ভূল
উ: ঘ

41. প্রসন্ন- এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. প্রতিপন্ন খ. বিষণ্ন গ. বিপন্ন ঘ. নিকৃষ্ট
উ: খ

42. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
PKB, Executive Officer (Cash-18)
ক. সংশ্রব খ. উজ্জল গ. দূর্গ ঘ. ধস
উ: নোট

43. 'আলো' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?
Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)
ক. আধার খ. অন্ধকার গ. কালো ঘ. আঁধার
উ: নোট

44. 'মনীষা' শব্দের বিপরীত অর্থ কোনটি?
Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)
ক. নির্বোধ খ. প্রভা গ. মনস্বিতা ঘ. স্থিরতা
উ: ক

45. কোন বানানটি শুদ্ধ?
Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)
ক. মূমুর্ষ খ. মুমূর্ষ গ. মুমুর্ষ ঘ. মুমুর্ষূ
উ: নোট

46. 'সংশয়'- এর বিপরীত শব্দ কোনটি?
Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)
ক. নির্ভয় খ. বিস্ময় গ. দ্বিধা ঘ. প্রত্যয়
উ: ঘ

47. 'অলীক' শব্দের বিপরীত শব্দ কী?
Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)
ক. লৌকিক খ. বাস্তব গ. পরলৌকিক ঘ. অবাস্তব
উ: খ

48. কোনটি সঠিক বানান নয়?
GAS Transmission Co. Ltd. Asst. Manager (General-18)
ক. ব্যর্থ খ. ব্যবহার গ. ব্যকরণ ঘ. সব শুদ্ধ
উ: গ

49. 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'– এই বাক্যে 'কাননে' কোন কারকে কোন বিভক্তি?
Assistant Director (General Side) 16

ক. কর্মে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী গ. করণে ৭মী ঘ. অধিকরণে ৭মী **উ: ঘ**

50. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুনঃ ছাদ থেকে চাঁদ দেখা যায়। Solani Bank Ltd. & Janata Bank Ltd. Senior Officer (IT/ICT-18)

ক. কর্মে সপ্তমী খ. করণে শূণ্য গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. অধিকরণে পঞ্চমী **উ: ঘ**

51. কোনটি শুদ্ধ বানান? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. প্রত্যুদগমন খ. প্রত্যুৎগমন গ. প্রত্যুতগমন ঘ. প্রত্যুদগমণ **উ: ক**

52. 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে'– এ বাক্যে 'বুলবুলিতে' কোন কাকে কোন বিভক্তি? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. অপাদানে ৫মী খ. কর্মে ৫মী গ. কর্তায় ৭মী ঘ. করণে ৭মী **উ: গ**

53. 'মালা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? Solani Bank Ltd. (Officer-18)

ক. মালিকা খ. মালী গ. মালীনী ঘ. মালিনী **উ: ক**

54. বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়– কোন কারকে কোন বিভক্তি? Palli Sanchay Bank (Cash Assistant-18)

ক. অধিকরণ ৭মী খ. অধিকরণ ৫মী গ. অপাদানে ৫মী ঘ. অধিকরণ ৩য়া **উ: খ**

55. 'গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ' চিহ্নিত শব্দের কারক ও বিভক্তি কী? Jiban Bima Corporation (Junior Officer-18)

ক. অধিকরণে ৭মী খ. অপাদানে ৭মী গ. কর্তৃকারকে ৭মী ঘ. করণে ৭মী **উ: ক**

56. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? combined 8 Banks (SO-19)

ক. নিশিথিনী খ. নীশিথিনী গ. নিশীথিনী ঘ. নিশিথিনী **উ: ক**

57. নিচের কোন শব্দে 'ণ' এর ভুল প্রয়োগ রয়েছে? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. ক্রন্দন খ. চাণক্য গ. মাণিক্য ঘ. গণ **উ: ক**

58. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. মুহুর্মূহু খ. মুহমূর্হ গ. মুহর্মূহ ঘ. মুর্হর্মুহ

59. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. নিষ্পন্দ খ. নিষ্পন্ন গ. নিষ্ফল ঘ. নিস্পৃহ **উ: ক**

60. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. সরস্বতী খ. স্বরস্বতী গ. সরস্বতি ঘ. শরস্বতী **উ: ক**

61. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. নৈঋিত খ. নৈঋত গ. নৈর্ঋত ঘ. নৈহৃত **উ: গ**

62. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. দুষ্প্রাপ্য খ. পরস্পর গ. নিষ্পত্তি ঘ. স্নেহাস্পদ **উ: খ**

63. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. অনুসূরা খ. অণুসুয়া গ. অনসূয়া ঘ. অনূসুয়া **উ: গ**

64. নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? Sonali Bank, Officer (Cash-19)

ক. সুকেশী খ. সুকেশীনী গ. সুকেশ ঘ. সুকেশিনী **উ: খ**

65. 'সৌম্য' এর বিপরীত শব্দ কি? Combined 2 Bank, (IT/ICT) Officer-19

ক. অসুন্দর খ. কুৎসিত গ. কাপুরুষ ঘ. কোনটিই নয় **উ: ঘ**

66. 'শিড়্গায় আমাদের আগ্রহ বাড়ছে' শিড়্গায় কোন কারক? combined 8 Banks (SO-19)

ক. কর্ম খ. কর্তৃ গ. অধিকরণ ঘ. করণ **উ: ঘ**

67. ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কী বলা হয়? combined 5 Banks, Officer (Cash-19)

ক. সমাস খ. কারক গ. সন্ধি ঘ. বিশেষণ **উ: খ**